বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
অডিট রিপোর্ট

২০০৮-২০১০ এবং পূর্ববর্তী

১ম খন্ড

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

[স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ এবং তদ্‌পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

১ম অধ্যায়

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

[স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন		ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য		খ
৩.	প্রথম অধ্যায়		১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ		২
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য		৩
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু		৪
৭.	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ		৪
৮.	অডিটের সুপারিশ		৪
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়		৫
	অনুচ্ছেদ নম্বর ও আপত্তির শিরোনাম		
১০.	**অনুচ্ছেদ-০১**	ঃ কোডাল বিধি ও সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ১০,২০,৭১,২৮৪ টাকা ব্যয়।	৬-৭
১১.	**অনুচ্ছেদ-০২**	ঃ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে মালামাল ক্রয় এবং তা খোলা আকাশের নীচে ভান্ডার জাত করার ফলে অব্যবহৃত ২,৮৮, ৫৯,৫০০ টাকার মালামালের অপচয়।	৮
১২.	**অনুচ্ছেদ-০৩**	ঃ এডিপি ও দরপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে টেষ্ট রিপোর্ট ছাড়াই ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালের মাধ্যমে নলকূপ স্থাপন করায় অনিয়মিত ব্যয় ২,৬৬,১৮,৮০৮ টাকা।	৯
১৩.	**অনুচ্ছেদ-০৪**	ঃ সংগৃহীত সহায়ক চাঁদার ৮৯,২৫,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১০
১৪.	**অনুচ্ছেদ-০৫**	ঃ বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ বেশি প্রদান করায় সরকারের ৫৮,৬৭,৭৯৩ টাকা দায় দেনা সৃষ্টি করা হয়েছে।	১১
১৫.	**অনুচ্ছেদ-০৬**	ঃ নলকূপের সহায়ক চাঁদা ও যন্ত্রাংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ, ভি এস মালামাল ঘাটতি এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল আত্মসাতের জন্য দায়ী কর্মকর্তাগণের নিকট হতে সরকারি পাওনা আদায় না করায় সরকারের ৩৫,৩৭,৮৬৭.৫ টাকা ক্ষতি।	১২-১৩
১৬.	**অনুচ্ছেদ-০৭**	ঃ ঠিকাদার দ্বারা স্থাপনকৃত নলকূপ হতে উত্তোলিত পানিতে নির্ধারিত মাত্রার বেশি আর্সেনিক পাওয়া স্বত্ত্বেও বিল পরিশোধ। ক্লোরাইড, আয়রন ও অন্যান্য বিপদজনক খনিজ পদার্থমুক্ত পানি প্রাপ্তির বিষয়টি যথাযথভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত না হয়ে ঠিকাদারকে কার্যমূল্য পরিশোধ। মোট জড়িত টাকার পরিমান ৩৬,৮৩,২৯০ টাকা।	১৪
১৭.	**অনুচ্ছেদ-০৮**	ঃ ব্যবহারযোগ্য টিউবওয়েল সামগ্রী দীর্ঘদিন যাবত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের ২৩,২০,৭৪৫ টাকা ক্ষতি।	১৫
১৮.	**অনুচ্ছেদ-০৯**	ঃ বিধি বহির্ভূত মূল্যায়নের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচন করতঃ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সহিত যোগসাজসে জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র টেম্পারিং করে দরপত্র মূল্য বৃদ্ধি এবং কার্যাদেশ প্রদানে ক্ষতি ১৪,৯১,০২৪ টাকা।	১৬
১৯.	**অনুচ্ছেদ-১০**	ঃ উচ্চদরদাতা ঠিকাদারের সহিত যোগসাজসে জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র টেম্পারিং করে কার্যাদেশ প্রদানে ক্ষতি ৭,৯৮,৭৯৭ টাকা।	১৭
২০.	**অনুচ্ছেদ-১১**	ঃ আত্মসাৎকৃত অর্থ অনাদায়জনিত কারণে ১১,৩৪,৭০৫ টাকা ক্ষতি।	১৮
২১.	**অনুচ্ছেদ-১২**	ঃ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত বিভাগীয় রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করে ২,৪৭,৮৯,৩২৯ টাকার ব্যয় নির্বাহ।	১৯
২২.	**অনুচ্ছেদ-১৩**	ঃ বাজার মূল্য যাচাই না করে ঠিকাদারদের নিকট হতে সর্বোচ্চ ১৭৭% হতে সর্বনিম্ন ৮২% পর্যন্ত উচ্চ মূল্যে ৬নং হ্যান্ড পাম্প ক্রয় করায় সরকারের মোট ১০,১৩,৪০০ টাকা ক্ষতি।	২০
২৩.	**অনুচ্ছেদ-১৪**	ঃ চেক জালিয়াতীর মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও জড়িত অর্থ আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি মোট ১৮,০০,০০০ টাকা।	২১
২৪.	**অনুচ্ছেদ-১৫**	ঃ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে ২,৫৭,৯৫,১২৮ টাকা ব্যয় নির্বাহ।	২২
২৫.	**মহাপরিচালকের স্বাক্ষর ।**		২২

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মাসুদ আহমেদ)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব্ বাংলাদেশ

তারিখ ১২-০৪-১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৭-০৭-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১৫টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের ২০০৯-২০১০ এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসর সমূহের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সামগ্রিক লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র নয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সার্বিক আর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে বর্তমান অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ প্রতিষ্ঠানটিকে একটি ব্যয়সাশ্রয়ী দক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারেন। এ রিপোর্টে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা ও মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ০৬-১০-১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯-০১-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
১.	কোডাল বিধি ও সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়।	১০২০,৭১,২৮৪
২.	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে মালামাল ক্রয় এবং তা খোলা আকাশের নীচে ভান্ডার জাত করার ফলে অব্যবহৃত মালামালের অপচয়।	২,৮৮,৫৯,৫০০
৩.	এডিপি ও দরপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালের মাধ্যমে নলকূপ স্থাপন করায় অনিয়মিত ব্যয় ।	২,৬৬,১৮,৮০৮
৪.	সংগৃহীত সহায়ক চাঁদার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮৯,২৫,০০০
৫.	বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ বেশি প্রদান করায় সরকারের দায়দেনা সৃষ্টি করা হয়েছে।	৫৮,৬৭,৭৯৩
৬.	নলকূপের সহায়ক চাঁদা ও যন্ত্রাংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ, ভি এস মালামাল ঘাটতি এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল আত্মসাতের জন্য দায়ী কর্মকর্তাগণের নিকট হতে সরকারি পাওনা আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	৩৫,৩৭,৮৬৭
৭.	ঠিকাদার দ্বারা স্থাপনকৃত নলকূপ হতে উত্তোলিত পানিতে নির্ধারিত মাত্রার বেশি আর্সেনিক পাওয়া সত্ত্বেও বিল পরিশোধ। ক্লোরাইড, আয়রন ও অন্যান্য বিপদজনক খনিজপদার্থমুক্ত পানি প্রাপ্তির বিষয়টি যথাযথভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত না হয়ে ঠিকাদারকে কার্যমূল্য পরিশোধ।	৩৬,৮৩,২৯০
৮.	ব্যবহারযোগ্য টিউবওয়েল সামগ্রী দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের ক্ষতি।	২৩,২০,৭৪৫
৯.	বিধি বহির্ভূত মুল্যায়নের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচন করতঃ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সহিত যোগসাজসে জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র টেম্পারিং করে দরপত্র মূল্য বৃদ্ধি এবং কার্যাদেশ প্রদানে ক্ষতি ।	১৪,৯১,০২৪
১০.	উচ্চদরদাতা ঠিকাদারের সহিত যোগসাজসে জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র টেম্পারিং করে কার্যাদেশ প্রদানে ক্ষতি।	৭,৯৮,৭৯৭
১১.	আত্মসাৎকৃত অর্থ অনাদায়জনিত কারণে ক্ষতি।	১১,৩৪,৭০৫
১২.	স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত বিভাগীয় রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করে ব্যয় নির্বাহ।	২,৪৭,৮৯,৩২৯
১৩.	বাজার মূল্য যাচাই না করে ঠিকাদারদের নিকট হতে সর্বোচ্চ ১৭৭% হতে সর্বনিম্ন ৮২% পর্যন্ত উচ্চ মূল্যে ৬নং হ্যান্ড পাম্প ক্রয় করায় সরকারের মোট ক্ষতি।	১০,১৩,৪০০
১৪.	চেক জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও জড়িত অর্থ আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	১৮,০০,০০০
১৫.	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে ব্যয় নির্বাহ।	২,৫৭,৯৫,১২৮
	সর্বমোট=	২৩,৮৭,০৬,৬৭০

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থবৎসর	ঃ	২০০৯-১০ এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসর।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	১. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ। ২. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার। ৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া। ৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝালকাঠি। ৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, লক্ষ্মীপুর। ৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফেনী। ৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফরিদপুর। ৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী। ৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম। ১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মুন্সিগঞ্জ। ১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট। ১২. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ। ১৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাংগামাটি। ১৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	আর্থিক নিরীক্ষা ।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	১০-০২-২০১০ হতে ৩০-০৫-২০১০ এবং ১৪-০৬-২০১১ হতে ২০-০৬ ২০১১ এবং তৎপূর্ববর্তী।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের ধরন	ঃ	মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে	ঃ	জনাব আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক, জনাব মোঃ সাইদুর রহমান সরকার, উপ-পরিচালক, জনাব এস এম মোবাশ্বের আলী, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ অফিসার
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	ঃ	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, মহাপরিচালক ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি লংঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা।
- নামসর্বস্ব পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র গ্রহন ও চুক্তিপত্র সম্পাদন।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দেয়া।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন/২০০৩ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮ এর প্রবিধান অনুসরণ না করা।
- এক খাতের বরাদ্দ হতে অন্য খাতে ব্যয়।

অডিটের সুপারিশ

- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা নিরসনকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পি পি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারি বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- যে কোডে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, সে কোডে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা।
- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিত করণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : কোডাল বিধি ও সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ১০,২০,৭১,২৮৪ টাকা ব্যয়।

বিবরণ :

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন ০২টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ২০০১-২০০২ এবং তদ্‌পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে মাসিক হিসাব, বাজেট বরাদ্দ নথি, ক্যাশবহি, বরাদ্দ ও ব্যয়ের রেজিষ্টার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম অফিসের ২০০১-০২ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ৩টি খাতে মোট অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে ২,২০,৮৫,০৪৬ টাকা একই অফিসের ২০০০-২০০১ সালের নথিপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ (জিওবি-৪) প্রকল্পের আওতায় ২,৭১,২৫,০০০ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৪,৯৬,১৬,৭৯৮ টাকা, ফলে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে (৪,৯৬,১৬,৭৯৮- ২,৭১,২৫,০০০)= ২,২৪,৯১,৭৯৮টাকা। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অফিসের ১৯৯৯-২০০০ সালের নথিপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় ৫,২৯,৫৮,৪১০ টাকা বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৬,৮৭,২২,৮৫০.৩৯ টাকা, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত (৬,৮৭,২২,৮৫০- ৫,২৯,৫৮,৪১০)= ১,৫৭,৬৪,৪৪০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ক)।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, লক্ষ্মীপুর অফিসের ২০০১-২০০২ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, জিওবি- ৪ কোড নং- ৫/৩৭৪১/৬৩৭০/৭০৪৭ এর বিপরীতে মোট বরাদ্দ প্রদান করা হয় ৪৪,০০,০০০ টাকা, কিন্তু উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বৎসরে মোট ব্যয় করা হয় ২,৫৬,০০,০০০ টাকা। ফলে বরাদ্দের অতিরিক্ত মোট (২,৫৬,০০,০০০- ৪৪,০০,০০০)= ২,১২,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা সরকারি নির্দেশের পরিপন্থী। অপরদিকে একই অফিসের ২০০০-২০০১ সালে মোট ১,৯০,০০০.০০ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় করা হয় ৩,৯৫,৩০,০০০ টাকা ফলে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে (৩,৯৫,৩০,০০০- ১,৯০,০০,০০০)= ২,০৫,৩০,০০০ টাকা।

- অর্থাৎ এক্ষেত্রে ২টি নিরীক্ষিত অফিসে মোট অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে (২,২০,৮৫,০৪৬+ ২,২৪,৯১৭৯৮+ ১,৫৭,৬৪,৪৪০+ ২,১২,০০,০০০+২,০৫,৩০,০০০)= ১০,২০,৭১,২৮৪ **[পরিশিষ্ট-ক (১-৫)]**

- সিপিডব্লিউ এ কোডের ৩২ ও ৩৯ নং অনুচ্ছেদ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং অম/অবি/বিবিধ-১/৯২/৬৮১ তাং- ১১-১২-৯২ এবং অম/অবি/বা-৩/বিবিধ-১/৯২/৭১৫ তাং- ১১-১২-৯২ মোতাবেক বরাদ্দ ব্যতিত/বাজেট বহির্ভূত ব্যয় করা যায় না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- চট্টগ্রাম অফিসের জবাবে বলা হয়, বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর হয়েছে। ব্যয়ন কর্মকর্তা বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তে আছেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর অতিরিক্ত ব্যয় সমন্বয় করা হবে।

- লক্ষ্মীপুর অফিসের ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের জবাবে বলা হয়, বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকা সমন্বয়ের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। লক্ষ্মীপুর অফিসের ২০০১-০২ অর্থ বৎসরের জবাবে বলা হয় প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব একে এম ফিরোজুল আলম কর্তৃক বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। এক্ষেত্রে কোডাল বিধি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর অনুসরণ না করে সরকারি নির্দেশ লংঘন করা হয়েছে।

- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে চট্টগ্রাম (২০০০-০১), চট্টগ্রাম (২০০১-০২), চট্গ্রাম (১৯৯৯-২০০০), লক্ষীপুর (২০০১-০২), লক্ষীপুর (২০০০-০১)-এ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর যথাক্রমে ১৯-১১-২০০১খ্রিঃ, ০৬-১০-২০০২ খ্রিঃ, ৩১-০৫-২০০১খ্রিঃ, ০৫-০১-২০০৩খ্রিঃ, ০৭-০২-২০০২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৪-০২-২০০২খ্রিঃ, ১৫-০১-২০০৩ খ্রিঃ, ১৮-০৭-২০০১ খ্রিঃ, ১৭-০৪-২০০৩, ২০-০৩-২০০২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-০৩-২০০২ খ্রিঃ, ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ, ০৬-০৯-২০০১ খ্রিঃ, ২৪-০৯-২০০৯, ২৪-০৪-২০০২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এই অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ অনিয়মিত ব্যয় নিয়মানুগ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনাম : প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে মালামাল ক্রয় এবং তা খোলা আকাশের নীচে ভান্ডার জাত করার ফলে অব্যবহৃত ২,৮৮, ৫৯,৫০০ টাকার মালামালের অপচয়।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, লক্ষ্মীপুর অফিসের ২০০৬-০৭ সনের হিসাব ২৩-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩-০৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে স্টোর লেজার নম্বর-০১ পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, প্রকল্প পরিচালক জনাব কুতুব উদ্দিন আহম্মদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জিওবি-ডানিডা) প্রকল্প, ঢাকা কর্তৃক অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে ৭টি আইটেমের বিপরীতে ৩,১৫,৪৫,০০০ টাকার মালামাল ক্রয় করা হয় এবং উক্ত মালামাল জনাব মোঃ নাজমুল হক নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, লক্ষ্মীপুর কর্তৃক ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরে সরবরাহ নিয়ে তা খোলা আকাশের নীচে ফেলে রাখা হয়।
- উক্ত অর্থ বৎসরে নলকূপ স্থাপন কাজে কোন প্রকার মালামাল ইস্যু হয়নি বা কোন কাজে ব্যবহার হয়নি। বিভাগীয় প্রয়োজনে টেস্টের জন্য শুধুমাত্র ২টি আইটেমে ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরে মোট ৬৯০ টাকা মূল্যের মালামাল ইস্যু করা হয়।
- অতঃপর ২০০৭-০৮ অর্থ বৎসরে নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত ২০০৬-০৭ সনের শেষে মজুদকৃত মালামালের মধ্য হতে অতি সামান্য পরিমাণ মালামাল ইস্যু করা হয়েছে।
- ইস্যুকৃত ২৬,৮৪,৮১০ টাকা মূল্যের মালামাল বাদ দিলেও নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত মোট ২,৮৮,৫৯,৫০০ টাকার মালামাল মজুদ হিসাবে খোলা আকাশের নীচে পড়ে রয়েছে (**পরিশিষ্ট 'খ'**)]
- যার ফলে মালামালের গুনগত মান হ্রাস পাচ্ছে এবং তা এক পর্যায়ে ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য সরেজমিনে দেখা যায় যে, ইতিমধ্যেই মজুদকৃত স্তুপের নীচের অংশের কিছু পাইপ ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে গিয়েছে।
- এতে প্রমাণিত হয় মজুদকৃত মালামাল অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে সরবরাহের মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।
- সিপিডব্লিউ ডি কোডের ১২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক অপ্রয়োজনীয়ভাবে মালামালে গ্রহণ করে তা মজুদ করা যাবে না। কোন সুনির্দিষ্ট কাজের বিপরীতে মালামাল সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত কোডাল বিধি অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিতে বর্ণিত মালামালগুলো ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরে কাজে ব্যবহার না করলেও ২০০৭-০৮ সনে মালামালগুলো কাজের বিপরীতে ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ৩০ শে জুন ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত মোট মজুদকৃত ৩,১৫,৪৪,৩১০ টাকার মালামাল হতে ২০০৭-০৮ সনে নিরীক্ষা চলাকালীন ০৩-০৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ২৬,৮৪,৮১০ টাকার মালামাল ইস্যু করা হয়। অর্থাৎ মজুদের তুলনায় ২০০৭-০৮ অর্থ বৎসরে ইস্যুর পরিমাণ খুবই নগন্য। এক্ষেত্রে কোডাল বিধি লংঘন করে অপ্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহের মাধ্যমে মজুদ সৃষ্টি পূর্বক সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।
- এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১০-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৬-১০-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তি মোতাবেক অপচয়কৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনাম : এডিপি ও দরপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালের মাধ্যমে নলকূপ স্থাপন করায় অনিয়মিত ব্যয় ২,৬৬,১৮,৮০৮ টাকা।

বিবরণ :

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও কুষ্টিয়া মোট ০৩টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নলকূপস্থাপনের কাজের নথি, প্রাক্কলন, কার্যাদেশ, মালামাল গ্রহণ ভাউচার, টেস্ট রিপোর্ট, চুড়ান্ত বিল এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা মোতাবেক নলকূপ স্থাপন কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারগণ দরপত্রের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সমুদয় মালামাল এক সঙ্গে জেলা ভান্ডারে সরবরাহ করেননি এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা মালামালের নমুনা সংগ্রহ ও তা পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি।

- পরিশিষ্টে বর্ণিত ৩টি কার্যালয়ের নলকূপ স্থাপন কাজে টেষ্ট রিপোর্ট ছাড়াই গুনাগুন যাচাই না করে নিম্নমানের মালামাল দিয়ে নলকূপ স্থাপনের বিল পরিশোধে সর্বমোট ২,৬৬,১৮,৮০৮ টাকা সরকারের অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে [**পরিশিষ্ট - গ (১-৩)**]।

- জিওবি-৫ প্রকল্পের এডিপি ২০০৯-১০ এর মুখবন্ধের "কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন" অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মতে কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারগণ দরপত্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী সমুদয় মালামাল জেলা ভান্ডারে সরবরাহ করবেন এবং কমিটি কর্তৃক মালামালের নমুনা সংগ্রহ করে বুয়েট/অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ার পর মাল ইস্যু ও নকশা মোতাবেক সঠিকভাবে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।

- জিএফআর প্রথম খন্ডের প্যারা-১০ অনুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড অনুসরণ করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মৌলভীবাজার এবং কুষ্টিয়া কার্যালয় হতে জানানো হয় যে, মালামাল পরীক্ষা না করার বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

- অপরদিকে কিশোরগঞ্জ কার্যালয় হতে উল্লেখ করা হয় যে, মালমালের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক যথাযথ প্রতিষ্ঠান হতে যেমন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে মালামাল পরীক্ষার রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। কিছু কিছু টেষ্ট রিপোর্ট বিলের সহিত সংযুক্ত ছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- মৌলভীবাজার ও কুষ্টিয়া কার্যালয়ের জবাব স্বীকৃতিমূলক। বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুনগত মান ল্যাব টেষ্ট এর মাধ্যমে যাচাই না করে কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আপত্তির পরিশিষ্টের সাথে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের টেস্ট রিপোর্ট ছিল না।

- এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর যথাক্রমে ১৪-১২-২০১১, ১৫-০৯-২০১১, ১৫-০৯-২০১১খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৭-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু এবং সর্বশেষ ২৩-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- টিউবওয়েল স্থাপনকাজে ব্যবহৃত মালামালের গুনগত মান পরীক্ষা না করেই কাজে ব্যবহারের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : সংগৃহীত সহায়ক চাঁদার ৮৯,২৫,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৩টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ২০০৬-০৮ এবং তদ্‌পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার, কার্যাদেশ নথি এবং সহায়ক চাঁদা আদায় ও জমাসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝালকাঠি অফিসের উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব এস, এম কামাল কর্তৃক আদায়কৃত সহায়ক চাঁদার ২,৬১,০০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি। একইভাবে মুন্সিগঞ্জ কার্যালয়ের ক্ষেত্রে লৌহজং উপজেলায় ৩৯টি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সামছুল হক, ৪৫০০ টাকা হারে মোট ১,৭৫,৫০০টাকা গ্রাহকদের নিকট হতে সহায়ক চাঁদা বাবদ আদায় করেন। কিন্তু তিনি জমা দেন মাত্র ৬৩,০০০ টাকা, অবশিষ্ট (১,৭৫,৫০০-৬৩,০০০)= ১,১২,৫০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেননি।
- অপরদিকে, লক্ষীপুর ফিসের ২০০১-২০০২ অর্থ বৎসরের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্থানীয় অফিস কর্তৃক ১৯৯৮-১৯৯৯ সালের ৫৯টি দরপত্রের অনুকূলে সমপরিমাণ কার্যাদেশের বিপরীতে ১৬৬০টি নলকূপ স্থাপনের কাজ বাস্তবায়ন করা হলেও সংশ্লিষ্ট গ্রাহক (কেয়ারটেকার) গণের নিকট হতে প্রতিটির জন্য ৪,৫০০ টাকা হারে সংগৃহীত সহায়ক চাঁদা জমা না করে সর্বমোট ৭৪,৭০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। লক্ষীপুর অফিসের একই অর্থ বৎসরের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, চট্টগ্রাম সার্কেল, ধর্মসাগর পাড়, কুমিল্লা, পত্র নং-৬২ তারিখ-১৩-০১-১৯৯৯ অর্থ বৎসর ১৯৯৭-১৯৯৮ এ সহায়ক চাঁদা বাবদ মোট ৪৬,৮৫,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। জুন/৯৮ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদনে মোট ৩৬,০৩,৫০০ টাকা রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অবশিষ্ট (৪৬,৮৫,০০০-৩৬,০৩,৫০০)= ১০,৮১,৫০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।
- এক্ষেত্রে ৩টি কার্যালয়ের মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ (২,৬১,০০০+১,১২,৫০০+১০,৮১,৫০০+৭৪,৭০,০০০)= ৮৯,২৫,০০০ টাকা [পরিশিষ্ট-ঘ (১-৪)] ।
- সিটিআর ১ম খন্ডের ধারা ৭(১) এবং সিপিডব্লিউ এ কোডের প্যারা ৪৮,৫০,৬৬, ও ৭৫ মোতাবেক সরকারি রাজস্ব বা বিভাগীয় প্রাপ্তি কাল বিলম্ব না করে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের প্যারা ১৭৭ (এ) মোতাবেক যে কোন প্রকার রাজস্ব আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমার দায়িত্ব বিভাগীয় প্রধানের উপর ন্যস্ত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সহায়ক চাঁদা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নিরীক্ষিত অফিস সমূহের জবাব স্বীকৃতিমূলক। আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ঝালকাঠি (২০০৬-০৮), মুন্সীগঞ্জ (২০০৬-০৭), লক্ষীপুর (২০০১-০২)-এ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর যথাক্রমে ২৮-০৬-২০০৯ খ্রিঃ, ২১-০৭-২০০৮ খ্রিঃ, ০৫-০১-২০০৩খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-০১-২০১০খ্রিঃ, ১০-০৯-২০০৮খ্রিঃ, ১৭-০৪-২০০৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ, ২৬-১০-২০০৮খ্রিঃ, ২৪-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত সহায়ক চাঁদা বাবদ সমুদয় অর্থ সুদসহ আদায় করতঃ তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : বাজেট বরাদ্দ বহির্ভূত দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের ৫৮,৬৭,৭৯৩ টাকা অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝালকাঠি কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব বিগত ৭-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-৬-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দরপত্র আহবান সংক্রান্ত নথিপত্র, কার্যাদেশ রেজিষ্টার, বাজেট বরাদ্দ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে পূর্ত কাজে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ২,৬৯,৮০,৬৪২ টাকা এবং বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গেছে ২,১১,১২,৮৪৯ টাকা। ফলে (২,৬৯,৮০,৬৪২-২,১১,১২,৮৪৯)= ৫৮,৬৭,৭৯৩ টাকা সরকারের দায় দেনা সৃষ্টি হয়েছে (**পরিশিষ্ট-'ঙ'**)।
- সিপিডব্লিউ "এ' কোডের প্যারা ৩২ ও ৩৯, সিপিডব্লিউ 'ডি' কাডের প্যারা ৯৫ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১২ তারিখ-০৩-০২-২০০৫ খ্রিঃ ৩ এর (ক-ঘ) ও নং- অম/অবি/ ব্যঃনিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১৩ তারিখ-০৩-০২-২০০৫ খ্রিঃ এর ৮ (ক-ঘ) মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ ব্যতিত কোন অর্থ ব্যয় করা যায় না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০০৯-১০ আর্থিক বৎসরে রাজস্ব ও উন্নয়মূলক খাত হতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী সর্বসাকুল্যে ২,৬৯,৮০,৬৪২ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়। আহ্বানকৃত দরপত্রের মধ্যে বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রোজেক্ট এর আওতায় ১৬৪টি গভীর নলকূপের দরপত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী বর্ণিত কাজের বিল মাঠ পর্যায় হতে প্রস্তুতপূর্বক প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রোজেক্ট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, ঢাকার বরাবরে প্রেরণ করা হলে তার দপ্তর হতে ১৬৪টি গভীর নলকূপের অনুকূলে ৯৩,৮০,১৭৬ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইহা ব্যতীত অত্র দপ্তর হতে যে সকল কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, উক্ত কাজের বিল অনুযায়ী ঠিকাদার/ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। করণীয় কাজের অনুকূলে ঠিকাদারের/ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কোন বিল পাওনা নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ জবাবের সমর্থনে পরিচালক, বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রোজেক্ট, ঢাকা বরাবরে প্রেরিত পরিশোধিত বিলের কপি প্রেরণ করা হয়নি।
- এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৪-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৭-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৩-৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বাজেট বরাদ্দ বহির্ভুত কার্যাদেশ প্রদান করে অতিরিক্ত ৫৮,৬৭,৭৯৩ টাকা অনিয়মিত ব্যয়ের জন্য দায়ীব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- এ অনিয়মিত ব্যয় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মানুগ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : নলকূপের সহায়ক চাঁদা ও যন্ত্রাংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ, ভি এস মালামাল ঘাটতি এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল আত্মসাতের জন্য দায়ী কর্মকর্তাগণের নিকট হতে সরকারি পাওনা আদায় না করায় সরকারের ৩৫,৩৭,৮৬৭ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ২০০৯-১০ এবং তদপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের ব্যক্তিগত নথি, মালামালের বাস্তব প্রতিপাদন, ভিএস মালামাল ঘাটতি এবং টিউবওয়েলের খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপজেলা স্টোর ভেরিফিকেশন রিপোর্ট, দুর্নীতি ও শৃঙ্খলা নথি এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফেনী কার্যালয়ের নথিপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, দাগনভুঞা উপজেলায় কর্মরত উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুর রহিম দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ভিএস মালামাল ঘাটতি পাওয়ায় এবং টিউব ওয়েলের খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রির অর্থ কোষাগারে জমা না করায় সরকারের মোট ৫,২৬,৮৩৯.৪৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- জনস্বাস্থ্য বিভাগ, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের নথিপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, কুমিল্লা এর স্মারক নং- ১৩৬১ তারিখ- ২৩-১০-২০০২ এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত) ডি পি,এইচ,ই,ডি, ঢাকা এর স্মারক নং- ৯৫০ অনুযায়ী জনাব সাইফুল ইসলাম (উপ-সহকারী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম) ঘূর্নায়মান তহবিল এবং ভি,এস মালামাল বিক্রয়লব্ধ অর্থসহ সর্বমোট (৮০৩৮+২,৩৭,৯০০)= ২,৪৫,৯৩৮ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, লক্ষ্মীপুর অফিসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রামীণ স্যানিটেশন ও জাতীয় স্যানিটেশন খাতে ভি,এস মালামাল এবং নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাবদ প্রাপ্ত মোট ১৪,০১,৬৯২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে এ মর্মে রেজিস্টারে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু জমার স্বপক্ষে চালানের কপি এবং সিটিআর পেশ করতে পারেন নি।

- অপরদিকে সিলেট কার্যালয় নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ভূইয়া কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় মালামাল আত্মসাৎ করা হলেও বিভাগ কর্তৃক ধার্য্যকৃত মালামালের মূল্য আদায় না করায় ক্ষতি হয়েছে ১,৮১,৩০০ টাকা।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য বিভাগের ২০০৭ সালের পূর্বের নলকূল স্থাপনের জন্য বিভিন্ন উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয় হতে প্রেরিত সহায়ক চাঁদা, স্যানিটারি ল্যাট্রিন মালামাল বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও বিভাগীয় দরপত্র সিডিউল বিক্রয় লব্ধ অর্থের বিপুল পরিমাণ সরকারি রাজস্ব আদায় ও প্রাপ্তির পর বিভাগীয় ক্যাশিয়ার কর্তৃক তা আদৌ সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে বা ভুয়া চালানের মাধ্যমে জমা দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে। অথচ উক্ত টাকা আদায় ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অবসর প্রদান করা হয়েছে। যাতে সরকারের মোট ১১,৮২,০৯৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে। নিরীক্ষাকালে কাগজপত্র যাচাই করে দেখা যায়, আলোচ্য বিভাগীয় ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ শাহজাহান ২০০৭ সালের পূর্বে বিভিন্ন উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয় কর্তৃক প্রেরিত নলকূপ স্থাপনের সহায়ক চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত ৫,৯৩,০০০ টাকা, ঘূর্নায়মান তহবিলের ২,১৫,৪৪৮ টাকা ও বিভাগীয় দরপত্র হতে প্রাপ্ত সরকারি রাজস্ব ৩,৭৩,৬৫০ টাকা সহ সর্বমোট ১১,৮২,০৯৮ টাকা পাওয়ার পর তা আদৌ সরকারি খাতে জমা প্রদান না করে বা ভুয়া চালানের মাধ্যমে জমা দেখিয়ে আত্মসাৎ করেন।

- এক্ষেত্রে মোট ক্ষতির পরিমাণ (৫,২৬,৮৩৯.৪৫+২,৪৫,৯৩৮+১৪,০১,৬৯২+১,৮১,৩০০+১১,৮২,০৯৮)= ৩৫,৩৭,৮৬৭.৫ টাকা [**পরিশিষ্ট চ (১-৫)**]।

- জিএফআর ধারা- ১(১) অনুযায়ী আত্মসাৎ এবং ক্ষতির ব্যাপারে পরিশিষ্টে উল্লিখিত উপ-সহকারী প্রকৌশলগণ দায়ী।

- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ ধারা এবং সিটিআর ১ম খন্ডের বিধি-৭ মোতাবেক রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ প্রাপ্তির সংগে সংগে তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম কার্যালয় হতে জানানো হয় যে, নথিপত্র ও বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের বিষয়টি যাচাইপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে। সিলেট কার্যালয় হতে জানানো হয় যে, আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে বার বার পত্র লিখা হলেও আত্মসাৎকারী কর্তৃক অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। অর্থ আত্মসাৎ করার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রমাণক (সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা) দেখাতে পারেননি। অপরদিকে জটিলতাহেতু কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের আপত্তিটি তাৎক্ষণিকভাবে ইস্যু না করে এ অফিসের স্মারক নং-পৃঃঅঃঅঃ/ এআইআর/২০০৬-০৯/৩০৫/১৫ তারিখ :- ২০-৪-২০১০ খ্রিঃ মাধ্যমে বিষয়টি সুষ্ঠু ও ব্যাপক তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ফেনী (২০০৯-১০), চট্টগ্রাম (২০০৫-০৬), লক্ষ্মীপুর (২০০৬-০৭), সিলেট (২০০৬-০৮), কিশোরগঞ্জ (২০০৬-০৯) এ সচিব বরাবর যথাক্রমে ০৫-০৯-২০১১খ্রিঃ, ০১-০৭-২০০৭খ্রিঃ, ১০-০৯-২০০৮খ্রিঃ, ১৫-০৯-২০০৯ খ্রিঃ, ০৪-৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০২-২০১২খ্রিঃ, ১৩-০৮-২০০৭খ্রিঃ, ১০-১০-২০০৮খ্রিঃ, ২৮-০৯-২০১০ খ্রিঃ তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৩-০৪-২০১২খ্রিঃ, ১৯-০৯-২০০৭খ্রিঃ, ২৬-১০-২০০৮খ্রিঃ ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ, ২৬-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ আত্মসাৎকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : ঠিকাদার দ্বারা স্থাপনকৃত নলকূপ হতে উত্তোলিত পানিতে নির্ধারিত মাত্রার বেশি আর্সেনিক পাওয়া স্বত্ত্বেও বিল পরিশোধ। ক্লোরাইড, আয়রন ও অন্যান্য বিপদজনক খনিজ পদার্থমুক্ত পানি প্রাপ্তির বিষয়টি যথাযথভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত না হয়ে ঠিকাদারকে কার্যমূল্য পরিশোধ। মোট জড়িত টাকার পরিমান ৩৬,৮৩,২৯০ টাকা।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফরিদপুর কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ সালের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে আলোচ্য বিভাগের ২০০৯-২০১০ সালে ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা/ইউনিয়নে ঠিকাদার দ্বারা নলকূপ স্থাপন ও স্থাপিত নলকূপের পানির গুনাগুন পরীক্ষার বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে,স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষিত সনে ঠিকাদার দ্বারা স্থাপনকৃত বিভিন্ন উপজেলার/ইউনিয়নের গভীর নলকূপ হতে উত্তোলিত পানিতে নির্ধারিত মাত্রার বেশি আর্সেনিক থাকা সত্ত্বেও ঠিকাদারদের কার্যমূল্য পরিশোধ করেছেন এবং স্থাপনকৃত নলকূপে অন্যান্য অতিরিক্ত খনিজ পদার্থ মুক্ত সুপেয় পানি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে ঠিকাদারকে কার্যমূল্য পরিশোধ করেছেন। ফলে উক্ত পানি ব্যবহারকারী জনগণের শারিরীকভাবে অসুস্থ হওয়ার আশংকার পাশাপাশি সরকারের মোট ৩৬,৮৩,২৯০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট 'ছ')।

- সমগ্রদেশে গ্রামীন পানি সরবরাহ (জিওবি-৫) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন শ্রেনীর নলকূপ স্থাপন নীতিমালা অনুযায়ী স্থাপনকৃত নলকূপের উত্তোলিত পানির সকল গুনাগুন পরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য নির্ধারিত মাত্রার আর্সেনিক, আয়রন ও লবন মুক্ত পানি না পেলে সেক্ষেত্রে ঠিকাদারকে স্থাপনকৃত নলকূপের কার্যমূল্য পরিশোধ যোগ্য নয়।

- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিশিষ্টতে উল্লিখিত ঠিকাদার দ্বারা স্থাপনকৃত অগভীর ও রিংওয়েল সমূহের উত্তোলিত পানির আয়রন ও ক্লোরাইড এর মাত্রা পরীক্ষা করেননি। এমনকি স্থাপনকৃত গভীর নলকূপ সমূহের উত্তোলিত পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বিপদ জনক সীমার বেশি হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ নলকূপ হতে উত্তোলিত পানির আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৫০ পিপিবি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আর্সেনিক ছাড়া পানির অন্যান্য উপাদানের পরীক্ষা করা হয় না। তবে নীতিমালা অনুযায়ী অডিটের পরামর্শ মোতাবেক আয়রন, ক্লোরাইড ইত্যাদির গুণাগুণ পরীক্ষা করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- কিন্তু নির্বাহী প্রকৌশলীর উক্ত জবাব আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য যথেষ্ট নয়। কারন জিওবি-৫ প্রকল্পের সুপেয় পানি সরবরাহ নীতিমালা অনুযায়ী নিরীক্ষিত সনে ঠিকাদার দ্বারা স্থাপনকৃত গভীর নলকূপ সমূহের মধ্যে ঠিকাদার মেসার্স এম, আর কনস্ট্রাকশন দ্বারা (চুক্তি নং-০৫/২০০৯-১০) সালমা উপজেলায় স্থাপনকৃত ৯টি অগভীর নলকূপের মধ্যে সবগুলোতেই পানি পরীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাপ্ত আর্সেনিকের মাত্রা গ্রহণযোগ্য ৫০/পিপিবি এর স্থলে অনেক বেশী পাওয়া গিয়েছে।

- অনুরূপভাবে চুক্তি নং-১৫ ও ১০/২০০৯-১০ এর ঠিকাদারদ্বয়ে যথাক্রমে মেসার্স এম, আর কনট্রাকশন ও মোঃ আবু সাইদ দ্বারা সদরপুর ও মধুখালী উপজেলায় স্থাপনকৃত ২টি গভীর নলকূপ ও ৩টি অগভীর নলকূপের পানিতেও অতিরিক্ত মাত্রায় (৫০ এর উর্ধ্বে) আর্সেনিক পাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারদের ঐ সমস্ত নলকূপ স্থাপনের কার্যমূল্য পরিশোধ করেছেন।

- অপরদিকে নলকূপ স্থাপন নীতিমালা অনুযায়ী স্থাপনযোগ্য গভীর, অগভীর নলকূপ ও রিংওয়েল সহ সকল শ্রেণির নলকূপ হতে উত্তোলিত পানির আর্সেনিকসহ ক্লোরাইড ও আয়রন পরীক্ষা করা গ্রহণযোগ্য মাত্রার যাচাইয়ের নির্দেশ থাকলেও এক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রতিপালন ব্যতিরেকেই ঠিকাদারদের কার্যমূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ৭-২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৩-৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : **ব্যবহারযোগ্য টিউবওয়েল সামগ্রী দীর্ঘদিন যাবত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের ২৩,২০,৭৪৫ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ২০-৬-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে ষ্টোর লেজার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ব্যবহারযোগ্য মালামাল দীর্ঘদিন যাবত অব্যবহৃত পড়ে থাকায় এবং দীর্ঘদিন ইস্যু না করায় ভান্ডারে মজুদ থাকা মালামালের গুনগতমান নষ্ট হয়ে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।
- মালামাল সমূহ টিউবওয়েল স্থাপন কাজে ব্যবহার না করে ভান্ডারে ফেলে রাখার কারণে সরকারের ২৩,২০,৭৪৫ টাকা নিশ্চিত আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-জ)।
- সিপিডব্লিউ 'ডি' কোডের ১২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক অপ্রয়োজনীয় ভাবে মালামাল সংগ্রহ করে তা মজুদ করা যাবে না। কোন সুনির্দিষ্ট কাজের বিপরীতে মালামাল সংগ্রহ করে সংগে সংগে তার ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- জিএফআর-১০ মোতাবেক সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্যয় করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- এ সমস্ত মালামালের নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ টিউবওয়েল একটি জরুরী ও মৌলিক প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও কেন বর্ণিত সামগ্রী দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রেখে নষ্ট করা হয়েছে সে বিষয়ে জবাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৭-০২-১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এ বিষয়ে দ্রুত দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক যে সব কর্মকর্তার দায়িত্ব অবহেলার জন্য সরকারের উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং এলাকাবাসিকে নিরাপদ পানি হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, সে সব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সরকারি আর্থিক ক্ষতির টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : বিধি বহির্ভূত মুল্যায়নের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচন করতঃ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সহিত যোগসাজসে জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র টেম্পারিং করে দরপত্র মূল্য বৃদ্ধি এবং কার্যাদেশ প্রদানে ক্ষতি ১৪,৯১,০২৪ টাকা।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ সালের হিসাব ১৬-৩-২০১১খ্রিঃ তারিখ হতে ২২-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজগুলি সম্পাদনের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু পছন্দের ঠিকাদারদের নিম্নদরদাতা হিসাবে নির্বাচনের জন্য ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা হতে ৪র্থ নিম্নদরদাতাদের দরপত্র অনিয়মিতভাবে নন-রেসপনসিভ করা হয় (যথা- অভিজ্ঞতা সনদ নাই অথবা কতিপয় আইটেমের উদ্ধৃতদর দাপ্তরিক দরের চেয়ে কম) কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় নন-রেসপনসিভ ঠিকাদারগণ অন্যান্য প্যাকেজে রেসপনসিভ হয়েছেন এবং কার্যাদেশ পেয়েছেন (পরিশিষ্ট 'ঝ')।

- অতঃপর পছন্দের ঠিকাদারের সহিত যোগসাজসে তার দরপত্রের কতিপয় আইটেম টেম্পারিং এর মাধ্যমে বৃদ্ধি করতঃ মোট দরপত্র মূল্য পরবর্তী নিম্ন দরদাতার চেয়ে সামান্য কম দরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

- পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৯৮ (৭)(খ) অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কোন দরপত্রকে গ্রহণযোগ্য দরপত্র হিসেবে বিবেচনা করতে পারবে যদি কোন ত্রুটি বা অসাবধানতা জনিত ভুল থাকে যা পরবর্তীতে সংশোধন করা হলেও দরপত্রের মূখ্য উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হবে না । কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বনিম্নদর দাতাদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে সে সুযোগ দেয়া হয়নি।

- দরপত্র জালিয়াতির মাধ্যমে শুধুমাত্র টেম্পারিং এর কারণে সরকারের ১৪,৯১,০২৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- দরপত্র মূল্যায়ন কালীন সময়ে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাহী প্রকৌশলীর সহিত যোগাযোগ করে পরবর্তীতে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র টেম্পারিং করতঃ দরপত্র মূল্য বৃদ্ধি ও কার্যাদেশ প্রদানে বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে।

- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৪-১২-১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৭-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থাসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : উচ্চদরদাতা ঠিকাদারের সহিত যোগসাজসে জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র টেম্পারিং করে কার্যাদেশ প্রদানে ক্ষতি ৭,৯৮,৭৯৭ টাকা।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৯-১০ সালের হিসাব ১৬-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২-০৩-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদনের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্রে পূর্ব নির্ধারিত পছন্দের ঠিকাদারগণ সর্বনিম্ন দরদাতা হতে ব্যর্থ হন। পছন্দের ঠিকাদারদের সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে বিবেচনার জন্য ৩য় হতে ৫ম পর্যন্ত নিম্নদর দাতাদের দরপত্রে অভিজ্ঞতার সনদ নাই, এ কারণে নন-রেসপনসিভ করা হয় ।
- সর্বনিম্ন দরদাতাগণকে নন-রেসপনসিভ করে জোগসাজস ও জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্রের কতিপয় আইটেমের দর কেটে কমিয়ে অথবা ত্রুটিপূর্ণ যোগ করে দরপত্র মূল্য কমিয়ে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মূল্যায়ন করত: ৬ষ্ঠ দর দাতাকে নিম্নদরদাতা হিসেবে মূল্যায়ন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ফলে জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র টেম্পারিং করে কার্যাদেশ প্রদানে প্রকৃত নিম্নদর অপেক্ষা ৭,৯৮,৭৯৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে (**পরিশিষ্ট-ঞ**)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মূল্যায়নকালীন সময়ে দায়িত্বরত নির্বাহী প্রকৌশলীর সহিত যোগাযোগ করে এবং অফিসে রক্ষিত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা পূর্বক পরবর্তীতে অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র টেম্পারিং করে কার্যাদেশ প্রদানে বর্ণিত ক্ষতি হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৪-১২-১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৭-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : আত্মসাৎকৃত অর্থ অনাদায়জনিত কারণে ১১,৩৪,৭০৫ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ হতে ২০০৮-০৯ আর্থিক সালের হিসাব ১০-২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে হতে ১৬-২-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষিত দপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত ভান্ডার পরিদর্শন নথি, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও তদসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, আলোচ্য কার্যালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ক্লার্ক কাম টাইপিষ্ট (সিসিটি), মেকানিক ও ম্যাশন কর্তৃক বিভিন্ন কেন্দ্রের ভিলেজ স্যানিটেশন মালামাল বিক্রয়লব্দ অর্থ, নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং বিভিন্ন মালামালের মূল্যসহ মোট ১১,৩৪,৭০৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে আত্মসাৎ করা হয়েছে। ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(পরিশিষ্ট -ট)**।
- সিপিডব্লিউ 'ডি' কোডের ১৩০ নম্বর অনুচ্ছেদ ও জিএফআর ৪৬ নম্বর বিধি অনুযায়ী সরকারি মালামাল আত্মসাৎ/ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে বিভাগীয় তদন্ত কমিটির মাধ্যমে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক মালামাল বা তার মূল্য আদায় করার বিধান রয়েছে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বিভাগ কর্তৃক অদ্যাবধি কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আত্মসাৎকৃত মালামালের মূল্য পরিশিষ্ট অনুযায়ী দায়ী ব্যক্তিগণের নিকট হতে আদায় করতঃ উহার প্রমাণকসহ পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- জুন মাসের শেষে কিছু নলকূপের সহায়ক চাঁদা বিডি আকারে পাওয়ায় তা জুন মাসে জমা দেয়া সম্ভব না হওয়ায় জুলাই মাসে জমা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ২০-৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২২-৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২১-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আত্মসাৎকৃত মালামালের মূল্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম : স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত বিভাগীয় রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করে ২,৪৭,৮৯,৩২৯ টাকার ব্যয় নির্বাহ।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, রাংগামাটি এর ২০০৫-০৯ আর্থিক সালের হিসাব ২৫-৩-২০১০খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-৩-২০১০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে স্থানীয়ভাবে আদায়কৃত রাজস্ব খরচের ক্যাশবহি পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় ২০০৫-০৯ অর্থ বৎসরসমূহে পানির গ্রাহকদের নিকট হতে ২,৪৭,৮৯,৩২৯ টাকা পানির বিল আদায় করে তা বিভাগীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট- ঠ)।

- সিটিআর বিধি ৭ (১) অনুযায়ী বিভাগীয় রাজস্ব আদায়ের সাথে সাথে তা অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। কোনক্রমেই বিভাগীয় রাজস্ব দ্বারা বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাবে না। এক্ষেত্রে বিভাগীয় রাজস্ব আদায় করে তা স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা না করে ব্যাংক একাউন্টে জমা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।

- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ২২-৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৬-১০-১০ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- তাৎক্ষনিকভাবে স্বীকৃত এবং বিভাগীয় রাজস্ব হতে ব্যয়কৃত সমুদয় অর্থ জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনাম : বাজার মূল্য যাচাই না করে ঠিকাদারদের নিকট হতে সর্বোচ্চ ১৭৭% হতে সর্বনিচ ৮২% পর্যন্ত উচ্চ মূল্যে ৬নং হ্যান্ড পাম্প ক্রয় করায় সরকারের মোট ১০,১৩,৪০০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণী :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ হতে ২০০৮-২০০৯ সালের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে সমগ্র দেশে গ্রামীন পানি সরবরাহ (জিওবি-৫) প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার উল্লিখিত গভীর নলকূপ স্থাপনের ঠিকাদারদের পরিশোধিত বিল, এম বি, প্রাক্কলন, ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নলকূপ স্থাপনের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্রগুলোতে নির্বাচিত সর্বনিম্ন দরদাতাগণকে বিদ্যমান বাজার মূল্য ও প্রাক্কলিত মূল্যের বিশ্লেষণ/যাচাই না করেই তাদের প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১৭৭% হতে সর্বনিম্ন ৮২% উচ্চ মূল্য গ্রহণ করে কার্য সম্পাদন ও কার্যমূল্য পরিশোধ করেছে। এতে সরকারের মোট ১০,১৩,৪০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-ড)।
- নিরীক্ষাকালে বর্ণিত কাজগুলোর অনুমোদিত প্রাক্কলন, বিদ্যমান বাজার দর ও আলোচ্য দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিচ দর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৩৮ মিঃমিঃ ব্যাসের গভীর নলকূপের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোৎকৃষ্টমানের ৬নং হ্যান্ড পাম্পের বর্তমান বাজার মূল্য প্রতিটি ২২০০ টাকা। বর্ণিত কাজগুলোর অনুমোদিত প্রাক্কলনে উক্ত পাম্পের মূল্য ১৩০০ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিশিষ্টে বর্ণিত ঠিকাদারদের নিকট হতে উক্ত পাম্প যথাক্রমে প্রতিটি ১৫,২৫০ টাকা, ১২,০০০ টাকা, ১২,৯৫০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা দরে সর্বমোট ১৪২টি পাম্প ক্রয় করেছেন। তাছাড়া পরিশিষ্টে উল্লিখিত কাজগুলোর একই দরপত্রে অংশগ্রহণকারী গ্রুপ নং-৯ এর ঠিকাদার মেসার্স প্রিয়াংকা এন্টারপ্রাইজ উক্ত পাম্প নলকূপে স্থাপন, পাম্প করণ এবং বালুমুক্ত করণসহ প্রতিটি পাম্পের মূল্য ৫৫০০ টাকা দরে কার্যমূল্য গ্রহণ করেছেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যথাযথভাবে যাচাই বাছাই পূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উক্ত জবাব তাৎক্ষণিকভাবে নিরীক্ষাকে এড়ানোর কৌশল মাত্র। এক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়নকালে আলোচ্য ঠিকাদারগণকে প্রস্তাবিত উক্ত অস্বাভাবিক ও উচ্চ মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারি আর্থিক স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে।
- ২) পিপিআর-২০০৩ এর ৩১(১৭) নং বিধান অনুযায়ী দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরদাতার প্রদত্ত দর বিদ্যমান বাজার দর এর বেশী হলে সেক্ষেত্রে সরকারি আর্থিক স্বার্থ বিবেচনায় সে দরপত্র বাতিলযোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বর্ণিত আইটেম এর কাজের জন্য বাজার দর ও প্রাক্কলিত দর যাচাই/বিশ্লেষন করেন নি।
- ৩) অপরদিকে একই দরপত্রভুক্ত গ্রুপ নং-০৯ এর ঠিকাদার মেসার্স প্রিয়াংকা এন্টারপ্রাইজকে কিশোরগঞ্জ জেলার সবচেয়ে দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত উপজেলা অষ্টগ্রামে ৪৫টি নলকূপ স্থাপনের জন্য প্রতিটি টিউবওয়েল ৫,৫০০ টাকা দরে চুক্তি সম্পাদন ও কার্যমূল্য পরিশোধ করেছেন। অথচ একই সময়ে একই দরপত্রভুক্ত পরিশিষ্টতে উল্লিখিত গ্রুপ নং-১০,০৭,০৬ ও ১১ এর ঠিকাদারগণকে অপেক্ষাকৃত কম দূরবর্তী ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ কুলিয়ারচর, বাজিতপুর, নিকলী, মিঠামইন উপজেলায় নলকূপ স্থাপন কাজে ব্যবহারের জন্য ঐ একই Item এর কাজে যথাক্রমে ১৫,২৫০, ১২,০০০, ১২,৯৫০ ও ১০,০০০ টাকা দরে কার্যমূল্য পরিশোধ করেছেন- যা অবিবেচনা প্রসূত ও সরকারি আর্থিক স্বার্থ পরিপন্থি।
- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ৪-৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৬-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৪

শিরোনাম : চেক জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও জড়িত অর্থ আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি মোট ১৮,০০,০০০ টাকা।

বিবরণী :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ হতে ২০০৮-২০০৯ সালের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে আলোচ্য বিভাগীয় ক্যাশ বুক, সিটিআর প্রতিপাদন, রাজস্ব আদায় ও জমার বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষিত সময়ে তাঁর কার্যালয়ে কর্মরত ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ শাহ জাহান কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবৎ চেক জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাত করার পরও তা রোধ ও উৎঘাটন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরবর্তীতে বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃক উৎঘাটিত ও প্রমাণিত হওয়ার পর এর উপর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও বৃহত্তর তদন্ত সম্পাদন করা হয়নি। ফলে মোট ১৮,০০,০০০ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-ঢ)**।

- নিরীক্ষাকালে আলোচ্য কার্যালয়ের ঘূর্নায়মান তহবিলের চাঁদা, নলকূপ স্থাপনের সহায়ক চাঁদা আদায় ও জমা, সিটিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ শাহজান কর্তৃক দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর জাল করে এবং চেকের অংক বর্ধিত করে মোট ১০টি চেকের মাধ্যমে সরকারের মোট ১৮,০০,০০০ টাকা আত্মসাত করেছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বর্ণিত চেক সমূহের Custodian হওয়ার পরও তা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উপরন্তু জালিয়াতির বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টির উপর বৃহত্তর তদন্ত ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসরের মত নামমাত্র শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। (সংশ্লিষ্ট তদন্তের কপি পরিশিষ্ট : জ-২ দ্রষ্টব্য)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিটি তাৎক্ষনিকভাবে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানে জটিলতাহেতু ইস্যু করা যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- আপত্তিটি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানে তাৎক্ষণিকভাবে ইস্যু না করে এ অফিসের স্মারক নং-পূঅঅ/ এআইআর/২০০৬-০৯/৩০৫/১৫ তারিখঃ ২০-৪-২০১০ খ্রিঃ মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ৪-৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৬-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৫

শিরোনাম : পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে ২,৫৭,৯৫,১২৮ টাকা ব্যয় নির্বাহ।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, হবিগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৬-০৯ আর্থিক সালের হিসাব ২৭-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে টেন্ডার নোটিশ, প্রাক্কলন, সিএস, পরিশোধিত চূড়ান্ত বিল ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থ বৎসরে নলকূপ পুনঃরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ পৌরসভার ৩০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লৌহ দূরীকরণ প্লান্ট নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ২,২৬,৫১,৫৩৯ টাকা হলেও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পিপিআর-২০০৮ এর ৪০ (২) ধারা অনুযায়ী সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ ব্যতিরেকে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অনিয়মিতভাবে ২,৫৭,৯৫,১২৮ টাকা ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ণ)।

- পিপিআর-২০০৮ এর ৪০(২) ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম এবং ভৌত সেবার ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ১.০০ কোটি বা তার উর্দ্ধে হলে বিজ্ঞাপন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিভাগ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি দি বাংলাদেশ টুডে এবং দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- যথাযথভাবে দরপত্র আহবানপূর্বক কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পিপিআর অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ১.০০ কোটি বা তার উর্ধ্বে হলে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার নির্দেশ রয়েছে। এক্ষেত্রে পিপিআর এর নির্দেশ উপেক্ষা করে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ২২-৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ৩১-৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২১-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এ অনিয়মিত কার্য সম্পাদনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ অনিয়মিত ব্যয় নিয়মানুগ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৪/২০১৫-২২০৪কম/এ-৭১৩ বই, ২০১৪।